আপডেট: গাংনীতে চাকরি না পেয়ে টাকা ফেরতের দাবিতে অনশন

১৫ লক্ষ টাকা দিয়েও চাকরী পাননি গৃহবধু মৌমিতা খাতুন পলি। গাংনী পৌরসভায় সহকারি কর আদায়কারি পদে চাকরীর জন্য মেয়র আশরাফুল ইসলামের কাছে টাকা দেন তিনি। তিন বছর অস্থায়ীভাবে কাজ করানোর পরও তাকে নিয়োগ দেয়া হয়নি। ফলে টাকা ফেরত পাওয়ার জন্য অনশনে বসেছেন ওই গৃহবধু।

বৃহষ্পতিবার সকাল থেকে উপজেলা পরিষদ শহীদ মিনারে অনশন শুরু করেন তিনি। পরে রাতে ওসির আশ্বস্তায় অনশন ভাঙেন পলি। তবে পৌর মেয়র জানান, চাকরীর জন্য নয়, জমি ক্রয়ের জন্য টাকা দিয়েছিলেন গৃহবধুর স্বামী।

গাংনী পৌর সভার শিশিরপাড়া গ্রামের শাহাবুদ্দিনের মেয়ে অনশনকারি মৌমিতা খাতুন জানান, তিন বছর যাবৎ গাংনী পৌরসভায় সহকারী কর আদায়কারী হিসেবে অস্থায়ীভাবে চাকুরী করেছি। চাকুরি স্থায়ীকরণের জন্য পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলামকে ১৫ লক্ষ টাকা দেয়া হয়। উক্ত পদে চুড়ান্ত নিয়োগের জন্য ১৯/০৫/২০১৮ ইং তারিখে তৎকালীন সময়ে ভারপ্রাপ্ত মেয়র নবীর উদ্দিনের স্বাক্ষরিত একটি নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহন করেন। কিন্তু ওই পদে পলিকে নিয়োগ না দিয়ে মেহেরপুরের একটি মেয়েকে নিয়োগ দেওয়া হয়।

চাকরী না পাওয়ায় মেয়রকে দেয়া ১৫ লক্ষ টাকা ফেরত চাইলে তিনি আমাকে বিভিন্নভাবে হয়রানী ও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। পলি অভিযোগ কেও আরো জানান, মেয়র আশরাফুলের হাতে ৬ লাখ ৯০ হাজার টাকা প্রদান করার পর তিনি একটি মামলায় জেল হাজতে যান। পরে জেলগেটে দেখা করার পর তিনি তার স্ত্রী জেলা পরিষদের সংরক্ষিত মাহিলা সদস্য শাহানা ইসলাম শান্তনা’র ব্যাংক হিসেবে ৮ লাখ ১০ হাজার টাকা জমা করি।

এ বিষয়ে পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম জানান, আমি মৌমিতা খাতুন পলিকে চাকুরী দেওয়া বলে কোন টাকা গ্রহণ করিনি। তবে সে অস্থায়ীভাবে সহকারী কর আদায় কারী হিসেবে কিছুদিন পৌর সভায় কাজ করেছিল। তবে পৌরসভার কাছে তার কোন দেনা পাওনা নাই।

তিনি আরো বলেন, পলি যে টাকার বিষয়ে বলতে চাচ্ছে সেটা হলো তার স্বামী মোমিন শিশিরপাড়া গ্রামে আমার দেড় বিঘা জমি কেনার জন্য

তাদের প্রতিবেশি ও একজন জন-প্রতিনিধি টাকা পয়সার ব্যাপারে আমাকে জানায়নি। অন্যেও মুখ থেকে শুনেছি তবে মৌমিতা খাতুন পৌর সভায় কাজ করতেন এবিষয়টি আমি জানি।

গাংনী থানার ওসি মোঃ ওবাইদুর রহমান বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে গাংনী উপজেলা পরিষদ শহীদ মিনারে উপস্থিত হয়ে অনশনকারিদের অভিযোগ সুরাহা করার আশ্বাস দেন এবং তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করে বিষয়টি নিয়ে পৌর মেয়রের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সুরাহা করবেন বলে অনশন ভঙ্গ করার অনুরোধ জানান।

সেই সাথে এলাকাবাসীরাও তাদের অনশন ভঙ্গ করতে অনুরোধ জানান। তবুও অনশন কারিরা তাদের সিদ্ধান্তে অনড় অবস্থায় রয়েছেন। টাকা না দিলে তারা অনশন ভঙ্গ করবেননা বলে জানান।

আলমডাঙ্গায় গাছের সাথে বেঁধে বুদ্ধি প্রতিবন্ধিকে পৈশাচিক নির্যাতন, দুই আটক

পৌনে চার বছরের শিশু কন্যাকে ধর্ষণ করা হয়েছে অভিযোগ তুলে এক বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিকে দিনের বেলায় গাছের সাথে বেঁধে পৈশাচিক নির্যাতন চালানো হয়েছে। ১২ আগস্ট বাড়ি ভর্তি প্রতিবেশীদের সামনে দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রতিবন্ধী আব্বাস উদ্দিনকে বেধড়ক পেটানো হয়। এরপর প্রতিবন্ধীর স্ত্রী ও ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সামনেই গাছের সাথে বেঁধে তাকে আবারও পেটানো হয়। সবশেষে পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হয় আব্বাস উদ্দিনকে। ঘটনাটি ঘটে আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়নের ছত্রপাড়া গ্রামে।

হঠাৎ করেই সপ্তাহবাদে গতকাল প্রতিবন্ধী আব্বাস উদ্দিনকে পৈশাচিক সেই নির্যাতনের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল হয়ে যায়। নজরে আসে উপজেলা ও জেলা প্রশাসনেরও। তড়িঘড়ি করে মারপিঠ করা দুইজনকে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ বৃহস্পতিবারে তাদের বাড়ি থেকে

আটক করে থানায় নিয়ে আসে।

প্রতিবেশী সূত্রে জানা গেছে, ছত্রপাড়া গ্রামের হাফিজুর রহমানের ছেলে জামাল উদ্দিনের পৌনে চার বছরের মেয়ের পরনের প্যান্টে রক্তের দাঁগ দেখা যায় গত ১২ আগস্ট বিকেলের দিকে। মেয়েটির পরিবারের সদস্যরা সন্দেহ করতে থাকে মেয়েটিকে ধর্ষণ করা হয়েছে। তারা সন্দেহ করে প্রতিবেশী বুদ্ধি প্রতিবন্ধি আব্বাস আলীকে।

এরপরই আব্বাস আলীকে বাড়ি থেকে টেনেহিচড়ে বের করে আনা হয়। মাটিতে ফেলে বেধড়ক পেটানো হয়। পিটানোতে অংশ নেয় হাফিজুর রহমানের ছেলে জামাল, মৃত ওয়াজেদ আলীর ছেলে নাসির উদ্দিন ও মৃত মস্তক আলীর ছেলে মোমিন।

বেদম মারপিঠ ও আব্বাস আলীর মাগো মাগো চিৎকারে পাড়ার নারী-পুরুষ ও শিশুরা ঘটনাস্থলে এসে ভীড় করতে থাকে। সাপ খেলা দেখার মত গোল হয়ে দাঁড়িয়ে সবাই প্রতিবন্ধী আব্বাস আলীকে মারপিঠ দেখতে থাকে। এই পৈশাচিক দৃশ্যপটে প্রতিবন্ধী আব্বাস আলীর স্ত্রী ও ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও ছিল। কিন্ত তারা কোন প্রতিবাদ করতে পারেনি। ক্ষমতার কাছে তারা ছিল পুরো অসহায়। প্রিয়জনের অমানুষিক নির্যতনের দৃশ্য দেখে ডুকরে কাঁদা ছাড়া তাদের কিছু করার ছিল না।

ভিডিওতে দেখা যায়, উঠোনের মত দেখতে একটি জায়গার চারদিকে নারী- পুরুষ ও শিশুরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝখানের জায়গাটিতে জামাল, নাসির ও মোমিন বেধড়ক পেটাচ্ছে আব্বাস আলীকে। কখনও লাঠি দিয়ে আবার কখনও লাথি মেরে মারা হচ্ছে আব্বাস আলীকে। আব্বাস আলী অসহায়ের মত মাগো মাগো বলে চিৎকার করছে। কেউ এই মার থেকে আব্বাস আলীকে বাঁচাতে এগিয়ে আসছে না। বেশ কিছুক্ষণ ধরে মারপিঠ করার পর আব্বাস আলীর দুটো হাত পেছনের দিকে নিয়ে বেঁধে ফেলা হচ্ছে। এরপর একটি গাছের সাথে বাঁধা হচ্ছে। গাছের সাথে বেঁধেও কিল-ঘুষি মারা হচ্ছে।

এ সময় নাসির ও মোমিন আব্বাস আলীকে মারতে থাকে। পাশে একটু দূরে দাঁড়িয়ে জামাল মোবাইলে কারো সাথে কথা বলতে থাকে। এরপরই পুলিশ গিয়ে আব্বাস আলীকে ধরে থানায় নিয়ে আসে। তার নামে মামলাও হয়। সেই মামলায় প্রতিবন্ধী আব্বাস আলী এখনও জেলে রয়েছে।

তবে কয়েকজন প্রতিবেশী নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, ধর্ষণের ঘটনাটা ঠিক নয়। মিথ্যাভাবে এটা সাজানো হয়েছে। কেন সাজানো হয়েছে জানতে চাইলে তারা বলেন, আব্বাস বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। তবে তার

স্ত্রীর বুদ্ধি অনেক ভাল। আব্বাস বেশীরভাগ সময় স্ত্রীর সাথে সাথেই লেগে থাকে। প্রতিবেশী অনেকের কুমতলব থাকতে পারে। সেটা হাসিল করতে না পেরে আব্বাস আলীকে হয়ত মারপিঠের অজুহাত খোঁজা হচ্ছিল।

এদিকে, নির্যাতনের ভিডিও ভাইরাল হওয়ায় অভিযুক্ত জামাল ও নাসিরকে আটক করেছে পুলিশ। তাদেরকে শুক্রবার আদালতে সোপর্দ করা হবে।

মামলাটির তদন্ত কর্মকর্তা থানার এসআই কামরুল ইসলাম জানান, ধর্ষণের অভিযোগে আব্বাস আলী জেলে রয়েছেন। আবার গাছের সাথে বেঁধে নির্যাতনের ঘটনায় আরও আলাদা একটি মামলা হয়েছে। সেই মামলায় জামাল ও নাসিরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এখন দুটি মামলাই চলবে।

দোকান মালিকের রাখা বালি গাদাই বাজারের ব্যবসায়ীরা ভোগান্তির শিকার

গাংনী পৌরসভার বাঁশবাড়ীয়া বাজারের দোকান ঘরের মালিক রিজাল শাহ’র ছেলে সাইন এর রাখা বালির গাদাই চরম ভোগান্তির শিকার শাহাজান স্টোরের শাহাজান জানান ৪লক্ষ টাকা জামাত ও প্রতি মাসে ৪হাজার টাকা ভাড়া দিয়ে ব্যবসা করে আসছি।

কিন্ত দোকার মালিক নিজে দোকানের সামনে বালি গাদা দিয়ে রাখার কারণে ব্যবসায়ী ভাবে চরম ক্ষতির শিকার আমি। মুদি দোকানদার আব্দুল আজিজ জানান আমার দোকানের সাটার খোলার কায়দা নেই।

চায়ের দোকানদার মাসুদ জানান আমার চায়ের দোকানের পাশে বালির গাদা থাকার কারণে খরিদ্দার বসে না। কসমেটিক দোকান মালিক জামারুল জানান রিজাল শাহ ছেলে সাইন শাহ বালি রাখার কারণে দোকানের মালপত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পশু চিকিৎসক লিয়াকত আলী জানান রাস্তার জায়গার উপর বালি রেখে আমাদের ব্যবসার বারোটা বাঁজিয়েছে।

কসমেটিক দোকান মালিক নিহাজ আলী জানান সরকারি জায়গায় বালি রেখে

দোকানদার কে ভোগান্তির মধ্য ফেলেছে। মুদি দোকান মালিক ইমাজদ্দীন জানান বালির কারণে আমি দোকানে বসে ব্যবসা করতে পারি না। কাপড়ের দোকান মালিক হাবিবুর জানান বালি নিয়ে আমরা বিপদের আছি বাঁশবাড়ীয় বাজারের কিছু দোকান মালিকরা।

বাঁশবাড়ীয়া বাজার পরিচালক পরিষদের সাধারণ সস্পাদক আব্দুল খালেক জানান বাজারের বিভিন্ন জায়গায় বালি রাখার কারণে দোকান মালিক ব্যবসায়ী ক্ষতির শিকার হয়। আমরা পৌর কর্তৃপক্ষ কে বিষয় টি জানালে তারা বালি ব্যবসায়ী সাইন কে নোটিশ করে কিন্ত কোন কাজ হয়নি। বাঁশবাড়ীয়া বাজার পরিচালক পরিষদের সভাপতি সামসুজ্জামান জানান পরিষদের সিদ্ধান্ত নিয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

গাংনী পৌরসভার ১নং ওয়ার্ড কাউস্মিলর মিজানুর রহমান (মদন) জানান পৌরকর্তৃপক্ষ বালু ব্যবসায়ী সাইন শাহ কে নোটিশ দিয়ে জানিয়েছে বালু সরিয়ে না নিলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

প্রায় কোটি টাকা নিয়ে চম্পট…

চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলা হাসাদাহ ইউনিয়ন সহ অত্র এলাকায় ” মানব কল্যাণ সংস্থার (মাকস্) নামে ভুয়া এনজিও প্রতিষ্ঠান খুলে এলাকার সর্ব সাধারণের সাথে প্রতারণা করে প্রায় কোটি টাকা হাতিয়ে চম্পট দিয়েছেন বলে এমন অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে।

জানাযায় জীবননগর উপজেলায় আশতলা পাড়ায় মানব কল্যাণ সংস্থা (মাকস্) এর নামে ভুয়া এনজিও প্রতিষ্ঠান খুলে অত্র উপজেলার গরীব ও অসহায় মানুষকে ঠকিয়ে প্রায় কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে চলে গেছেন। এতে করে এলাকার মানুষ বড়ই বিপাকে পড়ে অসহায়ের মত টাকা উদ্ধারের জন্য দারে দারে ঘুরছেন ।

প্রতারণার শিকার এমন এক ভুক্তভোগী সাংবাদিকদের বলেন যে, সুজন নামের এক ব্যক্তি উক্ত সংস্থার ম্যানেজার পরিচয় দিয়ে আমাদের নিকট থেকে সঞ্চয় নিয়ে ঋণ দেওয়ার কথা বলে প্রত্যকের নিকট হতে পাঁচ হাজার টাকা করে সঞ্চয় জমা নেন। পরে ঋণ দেওয়ার নির্ধারিত তারিখের আগেই অফিস গুছিয়ে পালিয়ে গেছেন।

পরবর্তিতে ঐ সংস্থার ম্যানেজার পরিচয় দানকারী সুজনের মুঠো ফোনে একাধীকবার ফোন দিয়েও নাম্বারটি বন্ধ পাওয়া যায় । উক্ত নাম্বারটি হল ০১৯০৮-৩৮২৯৯৭ । পরে উক্ত এনজিওর একটি সঞ্চয় ও পাস বইয়ের খোঁজ মিললে উক্ত পাস বহির উপরে সংস্থার হেড অফিস ১৩ এ/ ৩ এ ব্লক বি , রাবর রোড , মোহাম্মদপুর , ঢাকা – ১২০৭ লেখা ছিল ।

এলাকাবাসী এই প্রতারক চক্র থেকে সকলকে সচেতন থাকার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন সাথে সাথে এই সমস্ত প্রতারক চক্রকে চিহ্নিত করে অতিদ্রুত শাস্তির আওতায় আনার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

প্রতিবন্ধকতার কাছে হার না মানা সিরাজ

এই বাদেম, দেশি বাদেম, চিনা বাদেম, আরও আছে ঝাল-মুড়ি, বারোভাজা। আসেন বসেন ফুইরি গেলি পাবেন না,পরে পস্তাবেন। এভাবেই নানা কৌশলে ক্রেতাদের ডেকে গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় বিক্রি করেন এইসব মুখোরোচক খাবার। স্কুলগুলো করোনার প্রাদুর্ভাবে বন্ধ থাকায় তিনি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। এর আগে তিনি রাধাকান্তপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ২১ বছর ধরে ব্যবসা করেছেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর দক্ষিণপাড়ার হাবেল উদ্দিন এর বড় ছেলে, নাম সিরাজুল ইসলাম। এলাকার লোকজন তাকে সিরাজ চাচা বলেই চেনেন। বয়সে ৫৮ পেরোলেও উচ্চতাই মাত্র ৪ ফুট। শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে বিয়ে করলেও সন্তানের মুখ দেখেননি। অভাব অনটনের চেয়েও সবচেয়ে বড় আফসোস কোন সন্তান জন্ম দিতে পারেননি।

ছোট খাটো গঠনের শান্ত স্বভাবের হওয়ায় ছোট বড় সবার কাছে অত্যন্ত প্রিয় মানুষ সিরাজ। প্যাডেল করা ভ্যানের এক কোনে বসে তিনি চালিয়ে যান ক্রেতা সন্তুষ্ট করার কাজ। সিরাজ চাচার মুখোরোচক ঝালমুড়ি খেতে দূর-দূরান্ত থেকেও জোড় হয় মানুষ।

করোনার প্রাদুর্ভাবে স্কুল গুলো বন্ধ থাকায় বিভিন্ন গ্রামের

মোড়ে মোড়ে বসে চালিযে যাচ্ছেন ব্যবসা। বয়সের তুলনায় কষ্ট বেশি হলেও থেমে নেই তার পথ চলা। তবে করোনার সময়ে সরকারি বিভিন্ন সাহায্য সহযোগীতা অধিকাংশের ঘরে পৌঁছালেও সিরাজ চাচার ঘরে পৌঁছাইনি কোন সাহায্য।

মেহেরপুর প্রতিদিনকে দেওয়া সাক্ষাতকারে সিরাজ বলেন, আমার গ্রামের স্কুলকে কেন্দ্র করে আমার এই ব্যবসা। শারীরিক অক্ষমতার কারণে গ্রামে গ্রামে গিয়ে ব্যবসা করতে পারি না। স্কুল চলার সময়ে প্রতি মাসে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা উপার্জন করে কোন রকমে সংসার চালায়। করোনার কারণে স্কুল প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় আমি এবং আমার পরিবার অসহায়ের মতো দিন কাটাচ্ছি।

লকডাউনে মানুষ ঠিক মত বাসা থেকে বের হতে না পারায় প্রায় তিন মাস ব্যবসা বন্ধ ছিল। কোন কোন দিন একবেলা না খেয়েও কাটিয়েছি। কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি। ইউনিয়ন পরিষদে চাল বিতরণ, ত্রাণ বিতরণ হলেও আজ পর্যন্ত আমি পাইনি। এছাড়াও সরকারি কোনো রকম সহায়তা আমার কাছে পৌঁছায়নি। প্রতিবন্ধী ভাতার ব্যবস্থা করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে অনেকেই কিন্তু এখনো পাইনি।

জীবনের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি বাপু, আর কত দিনই বা বাঁচবো। বাকি জীবনটা বাদাম বিক্রি করেই চালিয়ে দিতে চাই, অনেকটা বেদনার সুরে বললেন সিরাজুল ইসলাম ওরফে সিরাজ চাচা। তিনি আরও বলেন, আমার কোন সন্তান নেই, ভবিষ্যতের চিন্তাও নাই। আল্লাহর কাছে দোয়া করি আমি যেন সুস্থ্য থাকতে পারি।

সিরাজুল ইসলামের স্ত্রী রাবেয়া খাতুন বলেন, কাচা বাদাম গুলো আমি ভেজে দিই। এছাড়া অন্যান্য আইটেম গুলো আমি তৈরি করে দিই। সে রাস্তায় রাস্তায় বিক্রি করে।

দিন শেষে যা উপার্জন হয় তা দিয়েই চলে আমাদের ছোট্ট সংসার। অভাব অনটনের মধ্যেও দু-বেলা খেয়ে দিন পার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সন্তান না থাকায় ভবিষ্যৎ নিয়ে দু:চিন্তা হয়।

স্থানীয় ইউপি সদস্য ইসমাইল হোসেন বলেন, বাদাম বিক্রেতা সিরাজুল ইসলাম কোন রকম ভাতার জন্য আমার কাছে আবেদন করেনি। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে তার কিছু করবো। সেই সাথে সিরাজুল ইসলাম এর বিষয়ে ইউপি চেয়ারম্যানের সাথে আলোচনা করে সরকারি সহায়তা করার চেষ্ট করবো।

মেহেরপুর জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক আব্দুল কাদের বলেন, আগামী অক্টোবর থেকে এই ধরণের ব্যক্তীদের তালিকা তৈরি করা হবে। সিরাজুল ইসলামের নামটি তালিকাভুক্ত করে প্রনোদনার ব্যবস্থা করে দেবো।

চুয়াডাঙ্গায় ইয়াবাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার ডুগডুগি এলাকা থেকে ৩৫০ পিচ ইয়াবাসহ মিলন শেখ (৩০) নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে র্যাব। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার রাতে তাকে আটক করা হয়। আটক মিলন শেখ দর্শনা শ্যামপুর উত্তর পাড়ার জুড়ান শেখের ছেলে।

র্যাব-৬’র কোম্পানী কমান্ডার এইচ এম শফিকুর রহমান জানান, আটককৃত মিলন শেখকে ইয়াবাসহ দামুড়হুদা থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে একই থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ৬ বছর বয়সী শিশুর করোনা পজিটিভ

মেহেরপুরে আবির হোসেন নামের এক ৬ বছর বয়সী শিশুর করোনা পজিটিভ হয়েছে। বুধবার প্রাপ্ত রিপোর্টে তার নাম আসে। আবির হোসেন সদর উপজেলার বাড়িবাঁকা গ্রামের মামুন হোসেন এর ছেলে।

সিভিল সার্জন ডা নাসিরুদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, বুধবার রাতে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের ল্যাব থেকে মোট ২৩ জনের পজিটিভ

রিপোর্ট আসে তার মধ্যে বাড়ি বাঁকা গ্রামের ৬ বছরের এক শিশুর করোনা পজিটিভ বলে জানানো হয়।

এদিকে আজ বৃহস্পতিবার সকালে তার বাড়ী লকডাউন করা হয়েছে। স্বাস্হ্য বিধি মেনে মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্হ্য ও পঃপঃ কর্মকর্তার পরামর্শে তাকে বাড়ি থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়। একই সাথে সদর উপজেলা স্যানিটারি কর্মকর্তা তারিকুল ইসলাম ঐ বাড়িটি লকডাউন করে দেয়।

মেহেরপুরে ইন্টারনেট ব্যবসায়ীদের প্রতারণা

ক্যাপাসিটির অধিক গ্রাহক বাড়িয়ে বেশি আয় করার লোভে গ্রাহকদের সাথে প্রতারণা করে চলেছেন মেহেরপুরে স্থানীয় ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবসায়ীরা। প্রতারণা করে গ্রাহকদের কাছে থেকে অবৈধভাবে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন।
এতে একদিকে ভার্চুয়াল সামাজিক যোগাযোগ সম্ভব হচ্ছে না, অন্যদিকে অফিস, স্কুল-কলেজ ক্লাস, সংবাদ সংগ্রহ ও অনলাইন কেনাকাটা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও সমস্যা হচ্ছে।

বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট আইএসপি (ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার) এর কাছে বারবার অভিযোগ করলে তারা অভিযোগ গায়ে মাখেন না। এমনকি গ্রাহকদের সাথে খারাপ আচরণ করতেও ছাড়েন না।

কিন্তু ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৫ ধারা বলা আছে গ্রাহকদের সাথে কোন ব্যবসায়ী বা ব্যক্তি প্রতারণা করলে একবছর কারাদন্ড এবং ৫০ হাজার টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে।

জানা গেছে, করোনায় সামাজিক দূরত্ব রক্ষা ও সীমিত পরিসরে বাইরে যাওয়া কারণে দৈনন্দিন অনেক কাজই অনলাইনে সম্পন্ন করার চেষ্টা করছেন। এর মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ, সংবাদ সংগ্রহ অফিশিয়াল মিটিং ইন্টারনেট সম্পন্ন হচ্ছে। এমনকি স্কুল-কলেজে ভার্চুয়াল ক্লাস ও কেনাকাটার মতো দৈনন্দিন কাজও ইন্টারনেট নির্ভর। তবে জেলা শহরে

চলেছেন। এর একটা ব্যবস্থা হওয়ার দরকার।

মেহেরপুর সরকারি বালক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তানভির আহমেদ অভিযোগ করেন, ‘কম্পিউটার মেট’ থেকে সংযোগ নিই। ইন্টারনেট গতি না থাকার সংযোগ বাতিল করেছি। ইন্টারনেটে গতি না পাবার কারণে অভিযোগ করলে কম্পিউটার মেট থেকে বলা হয়, কম্পিউটারটি অফ করে অন করুন। তাদের কথা মতো অফ করে অন করলেই গতি বেড়ে যায় সর্বচ্চ ১ ঘন্টার মতো। পরবর্তীতে গতি না পেলে অফ অন করলে গতি বাড়ে না। বিষয়টি রহস্যজনক। এই কারণেই এখন অতিরিক্ত টাকা খরচ করে মডেম ব্যবহার করি।

এ বিষয় নেট ব্যবসায় জড়িত একটি প্রতিষ্ঠানের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা জানান, স্থানীয় কন্ট্রোল রুমে ম্যানেজেবল সুইজ থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যখন অভিযোগ করা হয় তখন কম্পিউটার অফ করে অন করতে বলা হয়। এই সময় এক ঘণ্টার জন্য চাহিদার এমবিপিএস দেওয়া হয়। কম্পিউটারে কমান্ড দেওয়া থাকে সর্বচ্চ ১ ঘন্টার জন্য। এই সময় এমবিপিএস (গতি) ঠিক থাকে। একঘণ্টা পর অটো এমবিপিএস কমে যাবে। যা ইউজারদের প্রতারণা করা হচ্ছে।

কম্পিউটার মেটের মালিক জুয়েল প্রথমে কথা বলতে না চাইলেও পরে রুঢ় ভাষায় জানান, আমি কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছি। তথ্য লাগলে আমার অফিসে আসেন।
কার্নিভালের ব্রাঞ্চ ইনচার্জ ইমতিয়াজ হক জানান, গ্রাহকদের অভিযোগের কারণে আমরা কোম্পানী পরিবর্তন করেছি। তবে আজ বৃহস্পতিবার থেকে গ্রাহকরা ভাল মানের সার্ভিস পাবেন। গ্রাহকরা ক্ষতির সম্মুখিন হয়েছে এর জন্য কোন ক্ষতিপূরণ বা অর্থ ফেরৎ দিয়েছেন কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে বলেন, না দেওয়া হয়নি।

সাবেক ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবসায়ী ওয়ালিদ হাসান লিটন জানান, মাদার প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে যে দামে ব্যান্ডউইথ কিনে সেই দামেই বিক্রি করতে হয়। ফলে কোন লাভ থাকে না। লাভবান হতে হলে ১০০ ইউজারের জন্য কেনা ব্যন্ডউইথ ২০০ জনের মধ্যে বিক্রি করতে হবে। তাতে ইউজাররা চাহিদার গতি থেকে বঞ্চিত হয়। এই কারণে তিনি ইন্টারনেট ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক সজল আহমেদ জানান, এ ব্যাপারে অভিযোগ পেলে তার বিরুদ্ধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে অভিযান পরিচালনা করে ব্যবস্থা নেওয়া

হবে।

মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তৌফিকুর রহমান বলেন, ইন্টারনেটের গতি নিয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়েও সমস্যা পড়তে হচ্ছে। অভিযোগ পেলে বিটিসিএল এর কর্মকর্তাদের নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে নতুন করে আজ ২৩ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আজ ২৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে মেহেরপুর সিভিল সার্জন মেহেরপুর প্রতিদিন কে নিশ্চিত করেছেন।

এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্ত হলেন ৪০৯ জন।

নতুন প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৫০ টি। এর মধ্যে ২৩ টি পজিটিভ (সদর-২১, গাংনী -২ )। এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৩০০২ টি। এর মধ্যে করোনা পজেটিভ ৪০৯ টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা ১৮১ (সদর- ১০৩, গাংনী- ৫৮, মুজিবনগর- ২০ ) জন। এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়ে- ৯ জন। (সদর-৫, গাংনী- ৩, মুজিবনগর -১)। এ পর্যন্ত সুস্থ্য হয়েছে ১৯১ জন এর মধ্যে ১২ জন নতুন।

ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে পাওয়া আক্রান্তরা হলেন- মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বিপুল কুমার মিত্র, মশিউর রহমান, রাশেদুজ্জামান, সদর উপজেলার হরিরামাপুর গ্রামের আলমগীর হোসেন, শহরের কলেজ পাড়ার গোলাম কাউসার, গড়পাড়ার মারুফ হোসেন, কালাম মার্কেটের আবু বক্কর, বোসপাড়ার কোহিনুর, সাইবল হোসেন, হালদারপাড়ার নজরুল ইসলাম, নতুন পাড়ার একেএম হারুনুর রশিদ, পুলিশ সুপার অফিসের আলী কদর, সদর হাসপাতালের নাসিমা খাতুন, বন বিভাগ পাড়ার লুৎফর রহমান, আবীর, সিজিএম কোর্টের শফিকুল ইসলাম, কাশ্যপ পাড়ার আলী হোসেন, ফিরোজা বেগম, এসি ল্যান্ড অফিসের মাবুদ আলী, যাদবপুরের আলমগীর

হোসেন লাল্টু মেম্বর, কুতুবপুরের আব্দুল বারী, গাংনী ফুড অফিসের সাইদুর রহমান, বাদিয়াপাড়ার আবুল কাশেম।

প্রধান শিক্ষক কালামের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠন

মেহেরপুর সদর উপজেলার বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। বুধবার জেলা শিক্ষা অফিসার মাহফুজুল হোসেন এর নির্দেশে তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। সেই সাথে আগামী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।

তদন্ত কমিটিতে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেন কে সভাপতি উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার আনারুল ইসলাম ও জেলা শিক্ষা অফিসের সহকারি পরিদর্শক ইচাহাক আলী কে সদস্য করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে নানা দুর্নীতি ও অনিয়মের চিত্র তুলে ধরে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় তিন পর্বে সংবাদ প্রকাশিত হয়। বিষয়টি উর্ধতন কতৃপক্ষের নজরে আসলে মেহেরপুর জেলা শিক্ষা অফিসকে তদন্ত করার দায়িত্ব দেয়।